একুশ 21

প্রকাশক ও
এডিটর ইন চীফ
জাহান হাসান

সম্পাদক
কাজী মশহুরুল হুদা

সহযোগী সম্পাদক
শিরীন আক্তার
একুশ এর সহযোগীতায়:
শামস্ চৌধুরী

নিয়মিত অংশদাতা
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
আরা আহমেদ
কে. বেগম রুমী

কার্টুনিষ্ট
পঙ্কজ

Ekush
(Biweekly Bengali Community News-Magazine)

Publisher & Editor in Chief
Jahan Hassan
(818) 266 7539
Publisher@Ekush.info

Editor
Quazi Moshurul Huda
(213) 925 4652
editor@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter
shirin@Ekush.info

DESIGN & PRODUCTION COORDINATOR
Jahan Hassan

COORDINATOR
Shams Choudhury
shams@Ekush.info

CONTRIBUTING EDITORS
Hamida Akhter (Prof.)
hamida@Ekush.info
Ara Ahmed
ara@Ekush.info
K.(Kay) Begum Rumee
rumee@Ekush.info

CARTOONIST
Ponkaz
ponkaz@Ekush.info

Office:
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028, USA
Phone: (323) 462 9300
Phone: (818) 266 7539
Phone: (323) 877 1465
Phone: (213) 925 4652
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

একুশ (Ekush) 21 Bangla News-Magaine is published biweekly for the subscription price of $29.00 per six month & $55.00 per year by 21 Newspaper, 13659 Victory Blvd. Suite 376, Van Nuys, CA 91401, USA. Peridicals postage paid at Van Nuys, CA. POSTMASTER: Send address changes to Ekush,P.O.Box 15126, North Hollywood, CA 91615-5126. views and opinions expressed by authors and contributors in articals, letters, oopinion pieces, reports, advertisement, etc. appearing in 21 (Ekush) newsmagazine are their own. The paper neither shares nor endorses them and thus should not be held responsible for the views/opinions of the writers and advertisers. The management has the right to refuse to print any advertisement, news,article, letter or any other material. Incase of any errors in advertisement the management will not be liable for more then the amount paid for the advertisement.Letter to the editor or opinion are welcome to express their opinion in thise columns. Please keep your letter brief and to the point. Letter without full name, compleate address and a daytime phone number will not be published. also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged. Letters can be mailed, or email or faxed at: 13659 Victory Blvd, # 376, Van Nuys, CA 91401, USA, Letter@Ekush.Info
Fax: **(877) 226 4524**

সম্পাদকীয়

রমজানুল মোবারক

একুশের পক্ষ থেকে রমজান মাসের মোবারক রইল সকলের প্রতি। এই রমজান একুশ-এর প্রথম রমজান। একই মাসে উদযাপিত হচ্ছে শারদীয় দুর্গাপূজা এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের রসাস-না ও ইয়ামকাপুর। ধর্মীয় আঁধারে পরিবেষ্টিত এই মাস। বিশ্বাসের এই মাসে আসুন আমরা 'লাকুম দ্বীনকুম ওলিয়াদ্বীন' অর্থাৎ যার যার ধর্ম তার তার কাছেই পালন করি আর অন্যের প্রতি সহানুভূতি শীল ও শ্রদ্ধাবোধের মন মানসিকতা গড়ে তুলি। ইন্টারফেতকে গ্রহণ করি। ইন্টারফেত ধর্মীয় চাপ সৃষ্টি করা নয়, পারস্পরিক সম্মান, বোধগম্যতা ও স্বাধীনতা। কোরআনে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী হিসাবে গড়ে তুলেছি। অর্থাৎ মডারেট মুসলিম। আসুন এই রোজার সংযমী মাসে নফসুর পরিচর্চা করি, স্ট্রেস ম্যানেজ করতে শিখি। প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শৃঙ্খলার মাঝে আবদ্ধ করে আত্মাকে উন্নত করি। ঈদের আনন্দের সেই অর্জিত সম্পদকে উড়িয়ে না দিয়ে বছর ভর পালন করি।

আবারও একুশ-এর কথা

(উপসম্পাদকীয়)

আমরা আগেও বলেছিলাম, আবারও বলছি, আমরা নিরপেক্ষ নই। তবে কারুর পক্ষেও নই। কোনো দল বা গোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা নেই। আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কারুর ব্যাক্তিস্বার্থের জন্য নয়। হয়তো কারুর ব্যাক্তিস্বার্থে আঘাত লাগতে পারে। তবে সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। স্বজনপ্রীতির মনোবৃত্তি নেই। সত্যের পুজারী। আমরা বিশ্বাস করি ভালোবাসা দিলে, ভালোবাসা পাওয়া যায়।

আবারও বলছি এবং বারবার বলবো, কারণ মানুষ মনে নেন, ভুল বোঝেন, আর মাঝে পড়ে আমরা বিপাকে পড়ি। প্রত্যেকেই যদি যার যার কথা চিন্তা করেন তাহলে টানাপোড়ায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এমনকি উঠেছে। পারিবারিক জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। আমরা সকল অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চাই, আপনাদের আমন্ত্রন আমরা চাই, তাহলে আপনাদের আনন্দ আমরা কমিউনিটির কাছে তুলে ধরতে পারি ও চাই, যা কেবলমাত্র স্হানীয় পত্রিকার মাধ্যমে সম্ভব। সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব, আপনাদের অনুষ্ঠানের ছবি ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি বা নিউজ আমাদের কাছে ফ্যাক্স করুন। আমরা যথাযথভাবে তা প্রকাশ করবো। একমাত্র পত্রিকার উপস্হিতির উপর নির্ভরশীল না হওয়ার পরামর্শ, অনুরোধ ও আবেদন জানাচ্ছি। এখন চলছে ইফতার পার্টির উৎসব। একই দিনে বেশ কয়েক জায়গায় ইফতার পার্টি হচ্ছে। আপনারা আপনাদের সংবাদ আমাদের কাছে পাঠান, যদি সম্ভব হয় ছবি দেন। আমরা প্রবাসীর কর্মকাণ্ড তুলে ধরাকে প্রাধান্য দেই। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্ব আমাদের কাছে রাজনীতি থেকে অনেক বড়ো। প্রবাসে কমিউনিটির মানুষের ভাবের আদান-প্রদান হোক, সেতুবন্ধন সৃষ্টি হোক এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যদিও অনেক নেতারাই সমালোচনা করে বলেছেন, আমরা কেন এতো মানুষের ছবি দেই? কেন বেবী শাওয়ার আর জন্মদিনের ছবি ছাপায়। কারণ তারা আমাদের মোটিভ ধরতে পারেনি। অথবা পরিবার বা সামাজিক জীবন কোনো বিষয় নয়। আরও সাপ্তাহিক পত্রিকার সাথে তুলনা করলে নিজেই লজ্জা পাবেন। কারণ এক একটি প্রকাশের ব্যাপ্তি ভিন্নতর। আমাদের কাছে প্রবাসের কমিউনিটির নিউজ, নতুন প্রজন্মের কথা অগ্রে প্রকাশ পায়। এই মনমানসিকতায় যদি পত্রিকা নিচু মানের মনে হয় তাহলে তাদের কাছে আমরা দুঃখিত।

মডারেট এর সংজ্ঞা বা অর্থ হল:

ভায়োলেন্স অতিক্রম করে যারা সমস্যার সমাধান করে, যে কোনো মূল্যে মানবাধিকার সংরক্ষণ করে, ধর্মীয় মুক্তি এবং অন্যের মূল্যবোধের স্বাধীনতা প্রদান করে ও নারীদের প্রতি সহানুভূতি ও সমঅধিকার দেয়।

মডারেট মুসলিম এর সংজ্ঞা বা অর্থ দাঁড়ায়
যারা ভায়োলেন্স ব্যাতিরেকে বিতর্কের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপনে বিশ্বাসী এবং ডায়ালগকে প্রাধান্য দেয়, এবং সহানুভূতির সাথে অন্যের বক্তব্য শ্রবণ করে, অন্যদের মতামতকে গণ্য করে। মানবতার স্বার্থে সকলকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।
পাঠকের কাছে একুশ-এর প্রশ্ন?
আপনি কি নিজেকে মডারেট মনে করেন?

সিয়াম সাধনা ও রমজান

- আনিসুর রহমান

রমজান মাস প্রধানত দুটি কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে সওম বা রোজা ফরজ হওয়াতে, দ্বিতীয়ত এ মাসেই মানবতার মুক্তিসনদ আল কুরআন নাজিল হওয়াতে। সওম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত হওয়া, বিরত করা ও সংযত থাকা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় সুবহ সাদিক হতে শুরু করে সুর্যাস্ত পর্যন্ত যেকোনো ধরনের পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকার নাম সওম বা রোজা। রোজা ফার্সী শব্দ। কুরআনের ভাষা হলো সওম। আর সওম এর বহুবচন হলো সিয়াম। ব্যাপক অর্থে দেহ ও মনকে পাপাচার, পানাহার, কামাচার এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত সকল প্রকার কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার এ প্রক্রিয়াকেই সিয়াম সাধনা বলা হয়।

রমজান অর্থ হলো জ্বালিয়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ সকল প্রকার অসৎ, অন্যায়, অনাচার, পাশবিক কামনা বাসনা, হিংসা-বিদ্বেষ ও কুপ্রবৃত্তি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নাফসকে শুদ্ধ, পবিত্র ও খাটি করে বলেই এ মাসের নাম মাহে রমযান। পূর্বেই বলা হয়েছে তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই রমযান মাসের সওম বা রোজা ফরজ করা হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে বলেন- ইয়া আইয়ু হাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু। কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন কবলিকুম লা-আল্লাকুম তাততাকুন। (সুরা বাকারা-১৮৩)। হে ঈমানদার বা বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তোমাদের ওপর সওম বা রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারে। (সুরা বাকারা-১৮৩)

এখন আলোচনা করা যাক তাকওয়া অর্থ কি এবং এর উপকারীতা কি? তাকওয়া অর্থ হলো আল্লাহর ভয়। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসুল (সা.) এর পথে জীবন পরিচালিত করা এবং জীবনের কোনো বিভাগে আল্লাহর বিধান যেন লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে সতর্কতার সঙ্গে চলার নামই তাকওয়া। একটু ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে আল্লাহর একজন বান্দা আল্লাহর সঙ্গে গভীর প্রেম-ভালোবাসার কারণে যখন আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) আদিষ্ট সকল বিধান অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে থাকে। এবং আল্লাহর প্রচণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে যখন আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) নিষিদ্ধ সব কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। তখন আল্লাহর ওই বান্দার মানসিক যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার নাম তাকওয়া।

এই তাকওয়ার গুনে সমৃদ্ধ একজন ব্যক্তি তখন পরিবার, সমাজ ও মানবতার জন্য শুধু কল্যাণই বয়ে আসে। তিনি কখনো মানুষকে ক্ষতি তো দূরের কথা। কারো অকল্যান কামনা করার চিন্তাও তার মধ্যে আসে না। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা তাকে কোনো ভাবেই তার মধ্যে অবস্থান করতে পারে না। মানুষকে পরামর্শ দিলেও সে সুপরামর্শ দেয় মানুষের সুখে সে খুশি হয় এবং দুঃখে সে ব্যাথিত হয়। মানুষকে সামান্য কটু কথা বলেও কষ্ দেয় না। সর্বপরি তাকে দেখলে মানুষ তার কাছ থেকে শুধু কল্যাণ বা ভালোই আশা করে, আদর্শ মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করে

একজন তাকওয়াবান মানুষের চলার পথের বিধান হয় আল-কুরআন। যে কুরআনই মানুষের সব ভালোমন্দ, সত্যমিথ্যার পথ বাতলে দিয়েছে। সেই কুরআন এই রমজান মাসেই নাযিল হয়েছে। তাই রমজান মাসের এতো গুরুত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'শাহরু রমাদান আল্লাযি উনঝিলা ফিহিল কুরআনু হুদাল্লিন নাসি অ-কইয়ি নাতিম মিলান হুদা আল ফুরকান (সুরা বাকারা ১৮০) অর্থ রমজান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য সঠিক পথ দেওয়ায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট

মতামত

করে দেয়'।

সিয়াম সাধনায় রত একজন ব্যক্তি তাকওয়ার গুন অর্জন বা নাফসকে পবিত্র ও খাটি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন যে সত্য সঠিক পথ দেখিয়েছে তা পুরোপুরির অনুসরণ করবেন এবং ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ধারণ করবেন কুরআনের ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে। তা না হলে সিয়াম সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। রাসুল (সা.) বলেন- 'যে ব্যক্তি সিয়াম সাধনা করে অথচ মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করতে পারিনি তার উপবাস থাকার কোনো প্রয়োজন আল্লাহর কাছে নেই'।

তাই রমজানের এ কয়েকা দিনের জন্য নয় বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তাকওয়ার গুনকে লালন ও আল কুরআনের পরম সত্যের উপলব্ধি করা এবং সত্যকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং সত্যের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাকওয়ার প্রধান লক্ষ্য। আর সে জন্যই আমাদের সবাইকে এ মাসে তাকওয়ার গুন অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আল কুরআনের সত্য উপলব্ধির জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া উচিত। তাহলেই সিয়াম সাধনা সার্থক হতে পারে।

তেল

তেল (রম্য রচনা)

-অধ্যাপকা হামিদা আখতার

তেল নিয়ে আমাদের সমাজে কত বাক্যালাপ শোনা যায়। তেল মারা, তেল দেয়া। কথায় কথায় লোকজন এসব শব্দ প্রয়োগ করতে কার্পণ্য বোধ করেন না। অফিসে গেলেন কাজ হলো না বিরক্ত হয়ে চলে আসলেন। মন খারপ- কারণ গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হলো না কাল, পরশুর মধ্যে ফাইল জমা করতে না পারলে কমিশনটা গচ্ছা যাবে। টেনশনে মাথার চান্দিতে গরম ভাপ উঠে। রাতে ঘুম হয় না। উপায় একটা মাথায় তেল দিন ঠিক হয়ে যাবে। পরের দিন সকাল সকাল বড় সাহেব অফিসে গিয়ে হাজির। সামান্য কিছু তেল মারেন দেখবেন কাজ হবে। বড় সাহেব বাক্য বি-নময়বিহীন কাগজে স্বাক্ষর করে দিলো। সামান্য তেলেই এতো কাজ। এক সপ্তাহ ধরে পিছু পিছু ঘুরে যার কিছুই হয়নি।

তেল বড়ই মহৌষধ। বাজারে হরেক রকমের সুগন্ধি তেল, নিদ্রাকুসুম তেল, কদুর তেল পাওয়া যায়। যতো যাই বলুক গুণ তো একা তাই না। কদুর তেল হোক নিদ্রাকুসুম তেল হোক তেল তেলই। এর আবার রকম বেধ কি? আছে আছে তেলের যেমন রকম আছে তেমনি তেল মারা কিংবা তেল দেয়ার মধ্যেও পার্থক্য আছে। অনেকেই তেল মেরে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে। আবার অনেকে তেল মারতে গিয়ে নিজের গোপন কথা অকপটে বলে ফেলে। যাকে তেল দিতে গেলেন সে যদি তেল দেয়ার উপর পিএইচডি হয়ে থাকে তাহলে আপনার তেল আপনাকে মেরে দিবে। তাই সাবধান তেল মারতে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারাবেন না।

তারপর তেল নিয়ে হয় রাজনীতি, হয় অর্থনীতি। এই বিশ্বায়নের যুগে অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে কেউ কিছু চিন্তা করে? শোনা যায় তেলের মূল্যের সাথে ডলারের দাম উঠা-নামা করে থাকে। ডলারের দাম দপ করে জ্বলে আবার নিভে। গেল সপ্তাহে ডলারের দাম চার বার উঠা-নামা করেছে। গণিত শাস্ত্রের বানরের জটিল অংকের মতো। বানর তৈলাক্ত বাঁশে প্রথম লাফে ১ মিটার উঠে, উঠতে উঠতে আবার দ্বিগুণ নেমে যায় প্রতি মিনিটে। কেন এতো জটিল ধাঁধা। ছোটকালে না বুঝলেও এখন কিছুটা পরিষ্কার। কারণ তেলের দাম যতোই নিম্নগামী ডলারের দাম ততোই নিম্নগামী। বানরের সদৃশ্য। হায়রে কপাল দেশে টাকা পাঠানো দরকার এক ডলারে প্রায় সত্তর টাকার কাছাকাছি। সময় ও গাফিলতি করে পাঠাবো পাঠাবো করে না পাঠিয়ে কমে গেল। তেলই সর্বনাশ করলো। কতেগুলি টাকা কমে গেল। সোনালী এক্সচেঞ্জের ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার (ভাই না বোন মাথাটা আউলাই গেল) এত কমে গেল। বলল কমছে কই বাড়ছে গতকাল আরও কম ছিল আজকে পঞ্চাশ পয়সা বাড়ছে। কি আর করার বাসায় এসে যত তেল আছে মাথায় ঢালা ছাড়া।

হায়রে রাজনীতি তুমি কার? ডেমোক্র্যাটের না রিপাবলিকের? গেল সপ্তাহ থেকে তেলের দাম কমতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে হয়তো তেলের দাম আরো কমবে। যা কিনা দুই ডলার পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। যারা লং ড্রাইভে যাবেন চিন্তা নাই। এই নির্বাচনী সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লং ড্রাইভে ঘুরে আসুন মন প্রফুল্ল হবে। কদুর তেল, নিদ্রাকুসুম তেলের সাশ্রয় হবে। বলছিলাম রাজনীতির কথা। যেখানে হ্যারিকেন-এর সিজনে তেল উৎপাদন ও সরবরাহ কোনোটাই সরকার বাড়াতে পারেনি। তেলের দাম হু হু করে বেড়েই চলছে তো চলছে। গ্যালন প্রতি তিন ডলার উনপঞ্চাশ সেন্ট। তেলের দামের উত্তাপে মাথা চান্দিতে তেল পড়েছে বেশি। তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলেও তেলের কদর আছে। তেলের দাম কমলে ক্ষমতাসীন দলের দিকে নির্বাচনী পজিটিভ সূচক উর্ধ্বগামী হবে। শোনা যায়, পেপার পত্রিকায় নিউজে ওপেক তেল এর দাম উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রভাব পড়ে সব দেশে। তেলের দাম যেভাবে কমবে নির্বাচনের আগে দুই ডলার গ্যালন। তাতে কি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রিপাবলিকানরা ওপেকের মাথায় তেল ঢেলেছে। বিগত নয়/দশ বছর ধরে তেলের দাম বেড়েই চলছে ওপেক কমাতে পারেনি। সামনে নির্বাচন তাই এখন কমবে। খুব ভালো কথা আমাদের জন্য। নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে ওপেক কি ভারসাম্য ধরে রাখতে পারবে? নাকি আবার মাথায় ঠান্ডা তেল দিতে হবে?

দেশীয় রাজনীতিতে তেলের কদর সেটা কারো অজানা নয়। তেল মারতে একটু ব্যতিক্রম হলে দল থেকে বের করে দেয়া হয়। বহিস্কৃত ব্যক্তিও কি থেমে থাকে? কদর আরো বেড়ে যায় তেল মারার লোকের অভাব হয় না, গঠন করে নতুন দল। ঝাঁনু ঝাঁনু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তেল মারাতে গণ্ডগোল করার এমন পরিণতি। তাই রাজনীতি যারা করেন তাদের জন্য ছোট একখানা টিপস- 'ঝোঁপ বুঝে কোপ মারুন, বুঝে সুঝে তেল মারুন।'

স্বৈরাচারী হোক, বিশ্বপ্রেমিক হোক, বিশ্ববেহায়া হোক সে একজন প্রেমিক এরশাদ। যার কদর প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলে সোনার ওজনের। তাই যে দল যতো পারে প্রেমিকের মাথায় তেল মারছে। এরশাদের মিষ্টি মুখের তৈলাক্ত বাণীতে দুদলই এঁটেল মাটিতে আঁছড়ে পড়ছে। যেমন করে এরশাদের তেলের আগুনে জ্বলে পুড়ে প্রেমিকা স্ত্রী বিদিশা এখন বেদিশা হয়ে পড়েছে। আমাদের আশপাশে, সমাজের আনাচে-কানাচে এমন তেল দেওয়া, তেল মারা, তোষামোদ করা লোকের অভাব নেই। অনেকেই আবার তেল মাথায় তেল দিয়ে বেড়াতে ওস্তাদ। ওদিকে শুকনা মাথায় বেল ভাঙছে সেদিকে খবর থাকে না। তাই রাজনৈতিক তেল, অর্থনৈতিক তেল আমাদের সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সাধারণ জনগণের উপর শুধু শুকনা মাথায় বেল ভাঙ্গা হয়। কিন্তু সমাজে যারা তেল মারে, তেল দেয় তাদের কাছ থেকে সাবধান। ফাঁদে পড়লে মিষ্টি কথায় বরফ গলবে না।

আরকার কলাম

মাত্র কদিন আগে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে লস এঞ্জেলেসে দুটি অকাল মৃত্যুর খবর কমিউনিটিকে গভীরভাবে শোকাহত করে। মৃত্যুবরণ করেন অনেকের প্রিয় মানুষ সাজ্জাদ আর সাঈদ সাহেব। ঘটনার বিবরণে বোঝা যায় যে, হার্ট অ্যাটাকই এ দুটি করুণ মৃত্যুর কারণ। সাজ্জাদের মৃত্যু ঘটে বাংলাদেশে এবং সাঈদ সাহেব মারা যান এদেশে। লস এঞ্জেলেসে নিজ এপার্টমেন্টে এবং সম্ভবত রুমমেটদের উপস্থিতিতে। সমবেদনা রইলো দুটি পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি এবং একই সঙ্গে প্রচেষ্টা রইলো হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণগুলো সম্পর্কে কিছু বলবার। তবে সুধী পাঠক, বলাই বাহুল্য প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে এমন কোনো ইমার্জেন্সীতে ৯১১ কল করুন এবং শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

সাধারণ স্বাস্থ্য জ্ঞানের আলোকে কিভাবে সন্দেহ করবেন যে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বা হয়েছে? কি করণীয়? রুমমেটের হঠাৎ বুক ব্যথায় সর্ষের তেল মর্দন না কি ৯১১ কল। বিল দেবে কে? অসুস্থ মানুষটি কি বৈধ না অবৈধ? কাউকে ফোন করে পরামর্শ করার সময় কি আছে? ব্যাপারটা কি অবজ্ঞা বা ইগনোর করা যায়? ঘটনাটা যে প্রাণ সংহারি তাই বা বুঝবেন কিভাবে? বুঝবার দরকার আছে কি? ... রুমমেট, বন্ধুবান্ধব কিংবা যে কারো মনে এই প্রশ্নগুলো হয়তো আসতে পারে। বিদেশে এদেশে জটিল জীবনধারায় একটু ঝামেলা বাঁধতে পারে। কিন্তু কোনোটাই একজন মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান হতে পারে কি?

বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রের হার্ট অ্যাটাকের আগে বা হার্ট অ্যাটাক চলাকালীন সময়ে সচরাচর যেসব লক্ষণ দেখা যায়, সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বলা চলে যে, চেপে আসা বুক ব্যাথা, গলা ব্যাথা, চোয়াল ব্যাথা, বুঝে ক্রমান্বয়ে চাপ বেড়ে যাওয়া, ব্যাথা বাম হাত বা বুক থেকে ঘাড়, গলা, চোয়াল, পিঠে ছড়িয়ে পড়া, গলা জ্বলা, ঘাম হওয়া, বমি হওয়া, শ্বাসকষ্ট হওয়া, ইত্যাদির যে কোনোটি বা কয়েকটি লক্ষণই ৯১১ কলের জন্য যথেষ্ট। মনে রাখাটা খুবই প্রয়োজন যে, হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে 'সময়' জিনিসটাই জীবন বাঁচাতে পারে। সময় মতো, খুবই দ্রুতগতিতে যদি ইমার্জেন্সি ডাক্তারের সাহায্য না নেওয়া যায় তাহলে বিপদ এড়ানো কঠিন। যতো দেরি, ততো ক্ষতি এমনটি বিশ্বাস করাই বাঞ্ছনীয়। স্ট্রোক, অঙ্গহানী, প্যারালাইসিসসহ নানান জটিল অবস্থা শুধুমাত্র দ্রুত উপযুক্ত ইমার্জেন্সী চিকিৎসা না পাবার কারণে ঘটতে পারে। ঘটে যেতে পারে মৃত্যুর মতো হৃদয়বিদারক ঘটনা। আরেকটি ব্যাপার; কিছু কিছু দুর্ভাগার ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ মোটেও দেখা যায় না। ডায়াবেটিকদের ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারে বলে শোনা গেছে। যাই হোক, বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই কোনো চান্স নেওয়া উচিত নয়। ৯১১ কল। এটি নিশ্চয়ই সকলের জানা আছে যে, পাবলিক ফোন থেকে ৯১১ করতে কোনো পয়সাও লাগে না এবং এম্বুলেন্স রাস্তা কিংবা ফুটপাত অথবা যেকোনো জায়গা থেকেই রোগী তুলে নেয়। প্রথমে জীবন রক্ষার চিকিৎসা পরে পয়সা। বিশেষ শর্তে পরিশোধ বা পরে বিল মাপ হওয়ার কথাও শোনা গেছে। বাংলাদেশী পাসপোর্ট একটি বৈধ আইডি বটে। এটির সুপ্রয়োগ এবং ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের সন্তানেরা বুদ্ধিতে কাঁচা এমন অপবাদ দেওয়া যাবে না। প্রয়োগটি যথাযথ হলেই হলো। ইন্টারনেটের এই সমৃদ্ধিরকালে কম্পিউটারে যেকোনো প্রশ্ন সার্চ ইঞ্জিনে ফেলতে পারলেই সাথে সাথে উত্তর। হার্ট অ্যাটাকের উপর বা অন্য যেকোনো বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে ইন্টারনেটের সাহায্য নিন, অন্যদের সাথে কথা বলুন, শারীরিক অসুস্থতায় ডাক্তার এবং ইমার্জেন্সীতে ৯১১ কল করুন।

ঝড় শুরু হওয়ার আগেই মোকাবিলা জ্ঞান অর্জন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। শুরু হওয়ার পর খুব সামান্যই সময় এবং তা সঙ্কটময়।

কাজী রহমান
ক্যালিফোর্নিয়া।

শান্তি প্রক্রিয়া বন্ধ চান না মুশাররফ

ডেস্ক রিপোর্ট: ৩ মাস আগে একতরফা ঘোষণায় শান্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রেখেছিল নয়াদিল্লী। অনেক টানাপোড়েনের শেষে বরফ গলেছে। হাভানায় মুখোমুখি বসেছেন পারভেজ মুশাররফ এবং মনমোহন সিং। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ছবি। ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন মুশাররফ। তিনি আরো বললেন, ওর মনোভাব অত্যন্ত ইতিবাচক। হাভানায় তাদের আলোচনার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সাফল্যের বীজ। তিনি আরো বলেন, এ বার যে আলোচনা শুরু হয়েছে, তা আর বন্ধ করা উচিত নয়। তিনি জানান, কিছু লোক চাইছে যাতে শান্তি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়। তারা কট্টরপন্থী। তারা চায় না শান্তি প্রক্রিয়া আগে বাড়ুক। এই ব্যাপারে যাতে দুই দেশের মানুষ আমাদের পিছনে দাঁড়ান এবং সমর্থন করেন, সেই আবেদনই তাঁদের কাছে রাখছি।

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে মুশাররফ বলেন, আলোচনা শুরু হচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি , এই আলোচনা কখনও বন্ধ করা ঠিক নয়। সন্ত্রাসের ঘটনাকে তো আমরা সকলেই তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি।

আসলে, সন্ত্রাসবাদীরা শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করতেই চায়। সেই লক্ষ্যেই তাদের হানাহানি। তাই, আমরা যদি কথা বন্ধ করে দিই, তা হলে তো সন্ত্রাসবাদীদেরই জিৎ। কিন্তু জঙ্গিদের ঠেকাতে তাঁর প্রশাসন কী করছে, সে বিষয়ে কিছুই বলেননি মুশাররফ। তবে আশা প্রকাশ করেছেন, মনমোহন পাকিস্তান সফরে এলে শান্তি প্রক্রিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ, মুশাররফ রয়েছেন সেই মুশাররফেই।

প্রাণের মেলা

আরা আহমেদ

গেলো ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদেশ মেলা ২০০৬ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কি পড়বো? শাড়ি না সেলোয়ার কামিজ চুড়ি না টিপ? বর ও বাচ্চাদের পোশাক ও নিজেই ঠিক করেছি। সেই সঙ্গে স্বজনও বান্ধবীদের সঙ্গে চলছিলো সমান তালে যোগাযোগ। ওদের ও একই অবস্থা। কিছুদিন আগেই হয়ে গেলো বৈশাখী মেলা। তখনো ছিলো একই আয়োজন। এ যেনো বার মাসে তেরটা পার্বন। যথারীতি আকাঙ্খিত দিনটি এলো। তৈরি হয়ে গেলাম শনিবার। কারপার্কিং, গেটে টিকিট করে ঢুকতেই কানে এলো আনিকাস নিউ মার্কেটের স্টল থেকে কনকচাঁপার গান আমি মেলা থেকে তালপাতার এক বাঁশি কিনে এনেছি। এ যেনো উষ্ণ এক অর্জনা, সারি বাধা স্টলগুলোতে ছিলো দেশী পণ্যের সমাহার। আর তাতে ছিলো ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। ভিড় ঠেলে এদিকটায় অন্য পাশে ছিলো খাবারের স্টলগুলো চটপটি, ফুচকা ঝাল মুড়ি হালিমের মতো মুখরোচক খাবারের সমাহার। যা এখানে মেলা দুষ্কর। মনে পড়ে গেলো ঢাকার মেলার। মনেই হলো না শত মাইল দূরেও মিলে == মেলার। ভাল লেগেছে রিজিয়া পারভীন, কায়া ও আঁখি আলমগীরের গানগুলো। আর আমার অন্যতম পছন্দের শিল্পির মধ্যে নোলক ও সোনিয়া। সত্যি এরা সবাই আমাদের বাংলাদেশের গর্ব। এখানেও ওরা প্রমাণ করেছে। দেখা সাক্ষাৎ মিলেছে কতো পরিচিতি জনের। কেনাকাটা খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডা। সঙ্গে গানশোনাও চলছিলো সমানভাবে। ঘরে ফেলার কথা ভুলেই যখন যাই। তখনই বাস্তবে ফেরা। মনে পড়লো এরও একদিন আছে রোববার। মনকে আশস্ত করে ফিরে এলাম বাড়ি। মাঠে ধুলাবালি, পর্যাপ্ত কেয়ার না থাকায় অনেইে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছে প্রিয় শিল্পিদের গান। আশা করি পরবর্তিতে এই বিষয়গুলোতে দৃষ্টি দিবেন মেলা কর্তৃপক্ষ। তার পরেও ভালো লেগেছে প্রাণের মেলা।

LAX যাত্রীদের ডাউনটাউনে লাগেজ চেক-ইন

ডাউনটাউন লস এঞ্জেলেস থেকে এরোপ্লেনে চড়ে বসা আরো একধাপ সহজতর করা হলো। যারা লস এঞ্জেলেস ভ্রমন করতে আসেন, বিশেষ করে যারা অন্যান্য স্টেট থেকে ব্যবসায়ের খাতিরে ল্লঅ কনভেনশন সেন্টারে আসেন, তারা এখন কনভেনশন সেন্টার থেকেই তাদের মালপত্র নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে হস্তান্তর করে, বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করে শুধু একটা শাটল বাসে চেপে সোজা LAX চলে আসতে পারবেন। এয়ারপোর্টে এসে নিরাপত্তা চেক পয়েন্টে তল্লাশী সেরেই তারা সরাসরি তাদের ফ্লাইটে আরোহন